নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৮.২১-১২৪

তারিখ: ২৫ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১০ মার্চ ২০২১

বিষয়: ইউনিয়ন সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এলাকায় নতুন ভিজিডি কার্ড ইস্যুসহ নতুন ধরনের কোন প্রকার অনুদান/ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ১ম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন আগামী ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে পর্যায়ক্রমে কয়েক ধাপে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ (সংলগ্নী-১) এর বিধি ৪ অনুযায়ী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অর্থাৎ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষ হতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউনিয়নসমূহের এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না। এ বিধিমালার বিধান লংঘন দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্টগণ উল্লিখিত আচরণ বিধিমালার বিধি ৩১ অনুযায়ী দন্ডনীয় হবেন।

০২। নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে নতুন ভিজিডি কার্ড ইস্যু কার্যক্রমসহ নতুন ধরনের কোন প্রকার অনুদান/ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। তবে পূর্বে অনুমোদিত ও চলমান প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্ত, অর্থছাড় ও বিল পরিশোধ, অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী, চলমান প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্পের খাত পরিবর্তন (রাজস্ব-মূলধন) এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ/কার্যাদি সম্পাদন অথবা আচরণ বিধি প্রতিপালনপূর্বক চলমান প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের সম্মতির প্রয়োজন নেই বলে মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

০৩। কোন এলাকায় অনুদান/ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত নতুন কার্যক্রম গ্রহণ আবশ্যক হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

০৪। বর্ণিতাবস্থায়, উল্লিখিত নির্দেশনা পরিপালনপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হ'ল।

১০/৩/২০২১

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব (নির্বাচন পরিচালনা-২)
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৫৮
০১৭১৬৮৪৬৯৮২ (মোবাইল)
E-mail: ecsemc2@gmail.com

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

C:\Users\sas_emc2\Desktop\UP-General Elections-2021\DO\VGD\City VGD_Letter.doc

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৮.২১-১২৪

তারিখ: ২৫ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১০ মার্চ ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সংশ্লিষ্ট)
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সংশ্লিষ্ট)
৬. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/ বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/ কোস্টগার্ড, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ...(সংশ্লিষ্ট)
৯. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ...(সংশ্লিষ্ট)রেঞ্জ
১০. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১২. জেলা প্রশাসক, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৩. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) অঞ্চল
১৪. পুলিশ সুপার, ...(সংশ্লিষ্ট)
১৫. সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সংশ্লিষ্ট)
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....(সংশ্লিষ্ট)
১৭. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৮. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার.....(সংশ্লিষ্ট)
২২. ..... (সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
২৩. অফিসার ইন-চার্জ..... (সংশ্লিষ্ট) থানা।

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-২
ফোন: ৫৫০০৭৫৫৯ (অফিস)

সংলগ্নী-১

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৮ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ /১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩০-আইন/২০১৬।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২০ এর উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(২) "ইউনিয়ন পরিষদ " অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কোন ইউনিয়ন পরিষদ;

(৩) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(৪) ''দেওয়াল'' অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরের ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্যঃ টাকা ১২.০০

(৫) "নির্বাচন" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(৬) "নির্বাচনি এলাকা" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত এলাকা;

(৭) ''নির্বাচন-পূর্ব সময়'' অর্থ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(৮) ''পোস্টার'' অর্থ কাগজ, কাপড়, রেক্সিন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) ''পোস্টার লাগানো'' অর্থ প্রচার বা ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্যে, দেওয়াল বা যানবাহনে, আঠা বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা পোস্টার সাঁটিয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, ঝুলাইয়া দেওয়া, টাঙ্গাইয়া দেওয়া বা স্থাপন করা;

(১০) ''প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(১১) "প্রার্থী" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের—

(ক) চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী; এবং

(খ) সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে কোন ব্যক্তি;

(১২) "যানবাহন" অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী, চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহণ;

(১৩) "রাজনৈতিক দল" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972) এর Article 2 এর Clause (xixa) তে সংজ্ঞায়িত Registered Political Party ;

(১৪) "সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ;

(১৫) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) এ সংজ্ঞায়িত সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ; এবং

(১৬) "স্বতন্ত্র প্রার্থী" অর্থ এইরূপ কোন প্রার্থী যিনি কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রাপ্ত নহেন।

৩। **নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে সমানাধিকার।**—আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিবে।

৪। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

২৯। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।**—(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বা ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩০। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।**—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

৩১। **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**—(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন প্রার্থীর পক্ষে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩২। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন মামলা বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd